কবিতা/গল্প প্রকাশ

নিজস্ব লেখা "কবিতা/গল্প" সংবাদপত্রে প্রকাশিত করতে - ৯০৬২৮৬৭৯২১

হাওড়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক

এই যুগ

EI YUG

ইন্টারনেট সংস্করণ- eiyug.in RNI: WBBEN/2020/81746

হলি ডে হোম বুকিং

দর্শনীয় ভ্রমণের জায়গা-
হোটেল :- তারাপীঠ, দিঘা ,পুরী।
বাগান বাড়ি :- খেজুরি-পূর্ব মেদিনীপুর।
বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন "এই যুগ" অফিসে।
ফোন নং: 9062867921।

PAGE | পৃষ্ঠা- 4 [PRICE | মূল্য - 2]

HOWRAH | হাওড়া ● DAILY | দৈনিক ● 4 FEBRUARY 2026 ,WEDNESDAY | ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ,বুধবার ● VOLUME | বর্ষ-6 ● ISSUE | সংখ্যা-65

ব্রাউন সুগার তৈরির কারখানায় অভিযান ,উদ্ধার প্রায় সতেরো কেজি ব্রাউন সুগার ,গ্রেপ্তার পাঁচ

নিজস্ব সংবাদদাতা ,এই যুগ, মালদহ, ৩ ফেব্রুয়ারি : মালদহ জেলা পুলিশের ইংরেজবাজার থানার কুমারপুর থেকে উদ্ধার প্রায় সতেরো কেজি ব্রাউন সুগার সহ ব্রাউন সুগার তৈরির উপকরন, নগদ আটলক্ষ আটাত্তর হাজার টাকা, একটি স্করপিও গাড়ি, একটি কার,একটি সিক্সটিন প্রো ম্যাক্স আই ফোন। মঙ্গলবার মালদহ জেলা পুলিশ সুপার সাংবাদিক সম্মেলনে এখবর দিয়ে জানান বিশ্বস্ত সূত্রে মালদহ জেলা পুলিশের ইংরেজবাজার থানার পুলিশ সোমবার রাতে খবর পায় থানা এলাকার কুমারপুরে একটি গুদামে ব্রাউন সুগার তৈরি হচ্ছে। খবর পেয়ে পুলিশ রাতেই অভিযান চালিয়ে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করে ও উপরোক্ত সামগ্রী উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করে। ধৃতদের মধ্যে তিন জন মহিলা ও দুজন পুরুষ। তাদের বাড়ি মালদহ এবং বিহারে। এন ডি পি এস আইনের নির্দেশিকা মেনে উদ্ধার, বাজেয়াপ্ত ও গ্রেপ্তারি পর্ব সম্পন্ন করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে মঙ্গলবার তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সুপার আরও জানান পরবর্তী পর্যায়ের তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের দশদিনের পুলিশ রিমান্ডে নেবার আবেদন জানানো হয়েছে। মালদহ জেলা জুড়ে মাদকের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান চলছে, এদিনের অভিযান সেই উদ্যোগের অঙ্গ বলে জানান পুলিশ সুপার।

ব্রাউন সুগারসহ গ্রেপ্তার দুই যুবক , বাজেয়াপ্ত মোটরবাইক

সুস্মিতা রায়, এই যুগ, ময়নাগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : ফের বড়সড় সাফল্য ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির ইন্দিরা মোড় সংলগ্ন এলাকায় পুলিশের নাকা চেকিং চলাকালীন বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতরা দু'জনেই ময়নাগুড়ির বোলবাড়ী এলাকার বাসিন্দা।অভিযানের সময় একটি মোটরবাইকও বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ির বিডিও, যিনি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মাদক কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার কবলে দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

সুস্মিতা রায়, এই যুগ, জলপাইগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : টোটোতে করে মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার সময় টোটো উল্টে আহত হলো দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ডুয়ার্সের চালসা - মেটেলি রাজ্য সড়কের চালসা রেলগেট সংলগ্ন এলাকায়। পরে তাদেরকে চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও অপরজনের হাসপাতালেই পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। জানা গেছে, এদিন ওই দুই পরীক্ষার্থী সহ তাদের অভিভাবকেরা টোটোতে করে মেটেলি থেকে চালসা গয়ানাথ বিদ্যাপীঠ পরীক্ষা কেন্দ্রে যাচ্ছিল। সেসময় চালসা রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় টোটোটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এরপর সকলকেই উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় মঙ্গলবাড়ী গ্রামীণ হাসপাতালে। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছয় মেটেলি থানার পুলিশ ও মাধ্যমিক পরীক্ষার কর্তব্যরত কর্মীরা। আহত অনন্যা তালুকদার ও মৃত্তিকা মজুমদার দুজনেই মেটেলি উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ুয়া। তাদের পরীক্ষা পড়েছে চালসা গয়ানাথ বিদ্যাপীঠ স্কুলে। অনন্যা তালুকদারকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলে চালসা গয়ানাথ বিদ্যাপীঠেই সে পরীক্ষায় বসে। যদিও মৃত্তিকা তালুকদারের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় হাসপাতালেই তার পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের অভিযানে উদ্ধার পাঁচশো আট গ্রাম ব্রাউন সুগার ,গ্রেপ্তার এক

সুকুমার রঞ্জন সরকার, এই যুগ, আলিপুরদুয়ার, ৩ ফেব্রুয়ারি : আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও মাদারীহাট থানার পুলিশ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাত নটা নাগাদ মাদারীহাট থানার পিচ্কি চৌপথি এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশী চালায়। আটক ব্যক্তির হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় পাঁচশো আট গ্রাম ব্রাউন সুগার। উদ্ধার করা ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করে আটক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। সমস্ত প্রক্রিয়া এন ডি পি এস আইনের নির্দেশিকা মেনে সম্পন্ন করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। বুধবার তাকে আদালতে পেশ করা হবে। পুলিশ পরবর্তী পর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে।

জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু তিন যুবকের

মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার ,৩ জানুয়ারি : ৩১ নং জাতীয় সড়কের পুটিমারি সেন্ট্রাল ব্যাংকের সামনে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিন জনের বিলাসবহুল গাড়ি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় সাক্ষী থাকলো আলিপুরদুয়ার দুই ব্লকের পুটিমারি গ্রাম। সোমবার রাত ২ টা ১৮ মিনিটে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে ৩১সি জাতীয় সড়কের পুটিমারি সেন্ট্রাল ব্যাংকের সামনে। এই পথ দুর্ঘটনায় তিন যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বিলাসবহুল গাড়ির চালক আলিপুরদুয়ার ভোলার ডাবরি এলাকার বাসিন্দা বিনয় পাল চৌধুরী তার বয়স ২৩ বছর। কোচবিহার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে। মৃত তিন যুবকের মধ্যে প্রথীপ ঘোষের বাড়ি আলিপুরদুয়ারবিবেকানন্দ ক্লাব এলাকায়। তার বয়স ২৪ বছর। কালচিনি থানার রাজাভাতখাওয়া এলাকার বাসিন্দা অভিজিৎ দাস এর বয়স ২৪ বছর। এছাড়াও আলিপুরদুয়ার ভোলার ডাবরি পশ্চিম জয়পুর এলাকার বাসিন্দার দ্বীপ দাস যার বয়স ২৩ বছর । মৃত্যু হয়েছে এই তিনজনের সেন্ট্রাল ব্যাংকের সামনে একটি বটগাছে এসে ধাক্কা মারে অভিজাত যাত্রীবাহী ছোট গাড়িটি। গাড়িটি দুমরে মুচড়ে তিনটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। ওই গাড়িটি প্রবল বেগে ৩১ টি জাতীয় সড়ক ধরে বারবিসার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময়ই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের পাশে থাকা বড় বটগাছে ধাক্কা মারে। প্রধান সড়কের উপরেই ছিটকে পড়ে ক্ষতবিক্ষত তিন যুবক। খবর পেয়ে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক তার পুলিশ দল নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কিছুক্ষণের মধ্যেই। তাদেরকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। গাড়ির চালক প্রচন্ড জখম অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। তাকে আলিপুরদুয়ার থেকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সকাল থেকেই ঘটনাস্থলে এলাকার বাসিন্দাদের ভিড়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন বিকট আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে বেরিয়ে দেখা যায় এক মর্মান্তিক দৃশ্য। এত রাতে কেন তারা জাতীয় সড়ক ঘুরে দুরন্ত বেগে ছুটে যাচ্ছিল সেটা জানার জন্য পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন ৬৭ বছর বয়সে তিনি এমন দুর্ঘটনা দেখেননি জাতীয় সড়কের পাশে বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও। নেশা করে গাড়ি চালানোর ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে কিনা পুলিশ সেটাও খতিয়ে দেখছে। শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক জানান, খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে গিয়ে জখমদের আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আমরা গোটা ঘটনার তদন্ত গুরুত্ব দিয়ে করছি। মৃতদেহ মর্গে রাখা রয়েছে ময়না তদন্ত করে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

হাসপাতালের বেডে শুয়েই মাধ্যমিকের লড়াই লড়ছে ধূপগুড়ির সুপর্ণা

সুস্মিতা রায়, এই যুগ, জলপাইগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : শরীরের যন্ত্রণা হার মানল মনের জোরের কাছে। হাসপাতালের সাদা চাদর আর স্যালাইনের বোতল ঘেরা পরিবেশে বসেই জীবনের বড় পরীক্ষা দিচ্ছে এক লড়াকু কিশোরী। মঙ্গলবার ধূপগুড়ি গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী সুপর্ণা বর্মন প্রমাণ করে দিল, লক্ষ্য যদি স্থির থাকে, তবে কোনো বাধাই জয় করা অসম্ভব নয়।ধূপগুড়ি ভিমটিয়া এলাকার বাসিন্দা সুপর্ণার মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল ধূপগুড়ি হাই স্কুলে। প্রথম দিনের পরীক্ষা সে স্বাভাবিকভাবেই দিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পরীক্ষার ঠিক আগেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। যন্ত্রণায় কাতর সুপর্ণাকে দ্রুত ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরিবারের চোখে যখন দুশ্চিন্তার মেঘ, সুপর্ণা তখনো অনড়— সে পরীক্ষা দেবেই।ছাত্রীর এই অদম্য জেদকে সম্মান জানিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসে ধূপগুড়ি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর। কড়া নিরাপত্তার বলয়ে হাসপাতালের কেবিনেই পরীক্ষা দেয় সুপর্ণা। পরীক্ষার মুহূর্তে একজন পুলিশ, ডাক্তার ,নার্স উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষায় হাসপাতালের বেডে শুয়েই উত্তরপত্র লিখল সুপর্ণা।প্রশাসনের সহযোগিতা এবং সুপর্ণার সাহসিকতা দেখে আপ্লুত চিকিৎসকারা। পরীক্ষা দেবার পরে সাংবাদিকদের সুপর্ণা জানায়, ইংরেজি পরীক্ষা ছিল। হাসপাতালের বেডে শুয়ে পরীক্ষা দিয়েছি । পরীক্ষা ভালো হয়েছে। অন্যদিকে সুপর্ণার মা সুমিতা রায় বর্মন বলেন, খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। ভেবেছি মেয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে না। স্কুলের সমস্ত শিক্ষক এবং প্রশাসনের সহযোগিতায় মেয়ে জীবনের বড় পরীক্ষা দিতে পারল। আমরা সবাই খুব খুশি।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে কার্যত অমান্য করেই অবাধে চলছে নদী থেকে বালি লুঠ

নিজস্ব সংবাদদাতা ,এই যুগ, জলপাইগুড়ি ,৩ ফেব্রুয়ারি : ঘন কুয়াশার আড়ালে বালি মাফিয়াদের দাপাদাপিতে কাঁপছে ধূপগুড়ি ব্লকের শালবাড়ি এলাকা।ভোর রাত থেকেই গিলান্ডি নদীর বুকে একের পর এক ট্রাক্টর ও পিকআপ ভ্যানের শব্দে ঘুম ভাঙছে নদীপাড়ের বাসিন্দাদের। অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগাতেই অবাধে চলছে গিলান্ডি নদী থেকে বালি উত্তোলন ও পাচার। সবকিছু দেখেও যেন নীরব প্রশাসন।ভোর তিনটা বাজতেই পুরান শালবাড়ি গিলান্ডি নদীতে নেমে পড়ে একের পর এক ট্রাক্টর-পিকআপ ভ্যান। ঘন কুয়াশা ও কনকনে ঠান্ডায় যখন নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষ শীতঘুমে আচ্ছন্ন, ঠিক তখনই নদীর বুকে শুরু হয় বালি মাফিয়াদের দাপাদাপি।রাজ্য সরকার সরকারি ভাবে একাধিক বালিখাদানের অনুমোদন দিলেও অভিযোগ, তার পরেও ধূপগুড়ি মহাকুমার শালবাড়ি গিলান্ডি ও ডুডুয়া নদী থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন ও পাচার বন্ধ হয়নি।এই অবৈধ ও অবৈজ্ঞানিক বালি উত্তোলনের ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তনের আশঙ্কা বাড়ছে, পাশাপাশি নদী ভাঙনের ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।পুলিশ প্রশাসনের দাবি, অবৈধ বালি উত্তোলন বা পাচারের বিষয়টি তারা জানেন না। অথচ টিভি নাইন বাংলার ক্যামেরা অনায়াসেই পৌঁছে যায় সেই সমস্ত অবৈধ বালিখাদানে। ক্যামেরা দেখতেই বালি বোঝাই ট্রলি নিয়ে দ্রুত সরে পড়ে পাচারকারীরা।এই ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে বিএলআরও দপ্তর, সেচ দপ্তর এবং পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা।বিরোধীদের অভিযোগ, শাসকদলের মদত ও পুলিশ প্রশাসনের একাংশ আধিকারিকদের যোগসাজশেই ধূপগুড়িতে রমরমিয়ে চলছে এই অবৈধ বালির কারবার।প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ নিচুতলার আধিকারিকদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না?নাকি নির্দেশ পৌঁছালেও তা মানতে আগ্রহী নন সংশ্লিষ্টরা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে ধূপগুড়ির মানুষ।

হলি ডে হোম বুকিং

দর্শনীয় ভ্রমণের জায়গা-

হোটেল :- তারাপীঠ, দিঘা ,পুরী ।

বাগান বাড়ি :- খেজুরি-পূর্ব মেদিনীপুর।

বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন

"**এই যুগ**" অফিসে।

ফোন নং: **9062867921** ।

চুরির এক মাস পরে উদ্ধার চুরি যাওয়া সামগ্রী ,গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা, এই যুগ, শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : চুরির এক মাস পরে উদ্ধার চুরি যাওয়া সামগ্রী, গ্রেপ্তার দুই। জানা গেছে গত জানুয়ারি মাসের এক তারিখ রাতে শিলিগুড়ি রথখোলা মাঠের পেছন দিকের একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। চোরেরা ঐ বাড়ি থেকে নগদ টাকা, বাসনপত্র সহ সোনার গহনা চুরি করে পালিয়ে যায়। বাড়ির মালিক শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করে ও সোমবার সূত্র মারফত খবর পেয়ে বাগরাকোট এলাকা থেকে চুরিতে অভিযুক্ত দুই জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জিজ্ঞাসাবাদে আটক দুই ব্যক্তি চুরির ঘটনা স্বীকার করে। তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় চুরির প্রায় সমস্ত সামগ্রী। পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করে। জানা গেছে ধৃতদের নাম গোপাল মন্ডল (২৮),সে বাগরাকোটে ভাড়া বাড়িতে থাকে। অপর ধৃতের নাম পঙ্কজ বসাক (৩৪)। পঙ্কজের বাড়ি টিকিয়াপাড়া এলাকায়। চুরির পর থেকে সে গোপালের বাড়িতে আত্মগোপন করে ছিলো। ধৃতদের আদালতে পেশ করে গোপাল মন্ডলকে পুলিশ রিমান্ডে নেবার আবেদন জানিয়েছে পরবর্তী পর্যায়ের তদন্তের জন্য। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কিনা সেসব বিষয় খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

Graphics Design wORK
GRAPHICS DESIGN: NEWSPAPER ❁ MAGAZINE ❁ BOOK ❁ INVITING CARD ❁ VISITING CARD ❁ ID CARD
FLEX ❁ POSTER ❁ CARTOON ❁ LOGO ❁ PAGE
Contact No: 9836753622

EI YUG | EDITOR - SUROJIT MALICK | OWNER - SUROJIT MALICK | PUBLISHED BY SUROJIT MALICK FROM BANKRA DAKSHIN PALLY,P.O-BANKRA,P.S-DOMJUR,DISTRICT-HOWRAH, PIN-711403,STATE-WEST BENGAL | PRINTED BY SUROJIT MALICK AT "EI YUG NEWSPAPER PUBLISHING HOUSE",BANKRA DAKSHIN PALLY,P.O-BANKRA,P.S-DOMJUR,DISTRICT-HOWRAH, STATE-WEST BENGAL,PIN-711403 | CONTACT NO- 9062867921 ,9836753661 | EMAIL- EIYUGNEWSPAPER@GMAIL.COM ,NEWSPAPEREIYUG@GMAIL.COM | RNI : WBBEN/2020/81746 |